গাউছে পাকের কারামত

28-December-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

((For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে: যে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়, আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাছাড়াও তার জন্য ১০টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়। **(মু'জামু আউসাত, মিন ইসমুহু আহমদ, ১/৪৪৬, নম্বর-১৬৪২)**

গান্দে নিকম্মে কমিনে মেহেঙ্গে হোঁ কোড়ে কে তিন কোন হামে পা'লতা তুম পে করোড়োঁ দরূদ
(হাদায়িকে বখশীশ, ৪৭০ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আমরা এমনই অপদার্থ এবং অকাজের যে, চাবুকের তৃতীয়াংশও আমাদের থেকে অনেক দামি, কিন্তু এরপরও **হে আমাদের আক্বা!** আপনি আমাদের মতো অপদার্থদেরও আপনার দয়াময় আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন, আপনার প্রতি কোটি কোটি দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ تُوْبُوْا اِلَى الله!,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ❁ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দোয়ার বরকত

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইসমাইল বিন আলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আলী বিন হায়তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যখন অসুস্থ হতেন, তখন কখনো কখনো আমার যরীরানের বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করতেন। একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সেখানেই অসুস্থ হয়ে গেলেন, তখন তাঁর নিকট গাউছে সমদানী, কুতুবে রাব্বানি, শায়খ সায়্যিদ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বাগদাদ থেকে শশ্রুষা করার জন্য তাশরীফ আনেন, এভাবে উভয় আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا আমার বাড়িতে একত্র হয়ে গেলেন, এখানে দু'টি খেজুরের গাছ ছিলো, যা চার বছর ধরে শুকিয়ে ছিলো এবং কোন ফল দিচ্ছিলো না।

www.dawateislami.net

আমি সেগুলো কাটার ইচ্ছা পোষণ করলাম, তখন হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সেগুলোর একটির নিচে ওযু করলেন এবং অপরটির নিচে নফল নামায আদায় করলেন। দেখতে দেখতেই উভয় গাছ সতেজ হয়ে গেলো, নতুন পাতা গজিয়ে গেলো এবং সেই সপ্তাহেই ফল এসে গেলো, অথচ তা খেজুরের ফলনের সময় ছিলো না। আমি আমার বাড়ি থেকে কিছু খেজুর নিয়ে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তা থেকে খেলেন এবং আমাকে বললেন: "**আল্লাহ তায়ালা** তোমার জমিন, তোমার দিরহাম, তোমার দাঁড়িপাল্লা এবং তোমার পশুর দুধে বরকত দান করুন।"

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইসমাইল বিন আলী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমার জমিনে ঐ বছরের তুলনায় ২ থেকে ৩ গুণ বেশী ফসল উৎপন্ন হওয়া শুরু হয়ে গেলো, এখন আমার এই অবস্থা যে, যখন আমি এক দিরহাম ব্যয় করি তখন তা দ্বারা আমার নিকট দুই থেকে তিন গুণ মাল এসে যায় এবং যখন আমি ১শত বস্তা গম কোথাও রাখি অতঃপর তা থেকে ৫০ বস্তা ব্যয় করে দিই আর অবশিষ্টগুলো দেখলে তখন দেখা যায় একশত বস্তাই রয়েছে। আমার পশুরা এমনভাবে বাচ্চা জন্ম দেয় যে, আমি তাদের সংখ্যাও ভুলে যাই। এই অবস্থা হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বরকতে এখনো পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

(বাহজাতুল আসরার, যিকিরে ফুসুলু মিন কালামিহি..., ৯১ পৃষ্ঠা)

বাহার আ'য়ে মেরে ভি উজডে চামন মে চলা কোয়ী এ্যয়সে হাওয়া গাউছে আ'যম
রাহে শাদ ও আ'বাদ মেরা ঘরানা করম আ'য পায়ে মুস্তাফা গাউছে আ'যম

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

সুলতানে বিলায়ত গাউছে পাক ওলীয়োঁ পে হুকুমত গাউছে পাক
শাহবাযে খিতাবত গাউছে পাক ফানুসে হিদায়ত গাউছে পাক
❁ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ❁ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ❁ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাটি নিজের মাঝে অনেক মাদানী ফুল জড়ো করে রেখেছে, যেমন; আমাদের গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন, কেননা তিনি অন্যান্য সুন্নাতের উপর আমলকারী হওয়ার পাশাপাশি

www.dawateislami.net

অসুস্থদের সেবা করার সুন্নাতের উপরও আমল করতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর পদাঙ্ক অনুসরন করে রোগীদের সেবা করার এই সুন্নাতের উপর আমল করা।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ হাদীসের অসংখ্য কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় রোগীর সেবা করার মহান ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি।

(১) মুসলমানরা যখন নিজের মুসলমান ভাইয়ের সেবা করে, তখন সে (তার নিকট থেকে) ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের বাগানে থাকে।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদব, বাবু ফদ্বলু ইবাদাতিল মরীদ্ব, ১০৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৬৮)

(২) যে মুসলমান সকালবেলা কোন মুসলমানের শশ্রুষা করে, তবে সত্তর হাজার (৭০০০০) ফিরিশতা তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দোয়া দিতে থাকে এবং যে সন্ধ্যার সময় শশ্রুষা করে, তবে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার (৭০০০০) ফিরিশতা তাকে দোয়া দিতে থাকে আর তার জন্য জান্নাতে বাগান হবে।

(তিরমিযী, কিতবুল জানায়েয আন রাসূলুল্লাহ, বাবু মা'জাআ ফি ইয়াদাতিল মরীদ্ব, ২/২৯০, হাদীস নং-৯৭১)

(৩) যে ভালভাবে ওযু করে এবং সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নিজের অসুস্থ মুসলমান ভাইয়ের শশ্রুষা করে, তবে তাকে দোযখ থেকে সত্তর (৭০) বছরের দূরত্বে রাখা হবে। **(আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়িয, বাবু ফি ফদ্বলিল ইয়াদাতি আলা ওযুয়ি, ৩/২৪৮, হাদীস নং-৩০৯৭)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: ওযু সহকারে রোগীর সেবা করুন, কেননা রোগীর সেবা করা শব্দগত এবং অর্থগত দিক দিয়ে ইবাদত এবং ইবাদত ওযু সহকারে করা উত্তম, তাছাড়া ইবাদতে দোয়া এবং রোগীর উপর কিছু পাঠ করে দম করা হয় আর ওযু সহকারে দোয়া ও দম করা উত্তম, অনেকে ওযু সহকারে কোরবানী, ফাতিহা ও ইসালে সাওয়াব করে থাকে বরং গিয়ারভী শরীফের খাবারও ওযু সহকারে রান্না করে থাকে এবং খায়, এই হাদীস শরীফটিই এই বিষয়ের ভিত্তি।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৪১৬)

سُبۡحٰنَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! শুনলেন তো আপনারা, মুসলমান রোগীর সেবা করা কিরূপ উত্তম আমল যে, মুসলান রোগীর সেবাকারী ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতের বাগানে

www.dawateislami.net

থাকে, মুসলমান রোগীর সেবাকারীকে **আল্লাহ তায়ালার** নিষ্পাপ ফিরিশতারা দোয়া করে থাকে, মুসলমান রোগীর সেবাকারীকে জান্নাতে একটি বাগান প্রদান করা হবে, মুসলমান রোগীর সেবাকারীকে দোযখ থেকে সত্তর (৭০) বছরের দূরত্বে রাখা হবে। মনে রাখবেন! রোগীর সেবা করা সাওয়াবের কাজ কিন্তু অনেক সময় শশ্রুষাকারী ব্যক্তি রোগীর জন্য প্রশান্তির চেয়ে কষ্টদায়ক বেশী হয়ে যায়। বিনা কারণে রোগীর বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করা, চিকিৎসা সম্পর্কে না জেনেও তাকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেয়া এবং অযথা অন্যান্য প্রশ্ন করা রোগীর জন্য কষ্টদায়ক ও মনক্ষুন্নতার কারণ হয়ে যায়, তবে রোগীর সেবা করতে গিয়ে রোগীর অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা খুবই জরুরী আর যদি এরূপ মনে হয় যে, আমার উপস্থিতি রোগীর জন্য কষ্টের কারণ হচ্ছে, তবে দ্রুত সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিৎ।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَام অর্থাৎ রোগীর সর্বোত্তম সেবা হলো দ্রুত বিদায় নেয়া।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি ইয়াদাতিল মরীদ্ব, ফসলু ফি আ'দাবিল ইয়াদাত, ৬/৫৪২, হাদীস নং-৯২২১)

হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: এসব ঐ অবস্থায় হবে, যখন তার বসাতে রোগীর কষ্ট হয়। **(মীরাতুল মানাজিহ, ২/৪৩৩)** হযরত আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখন এই ধারণা হবে যে, রোগী সেই ব্যক্তির বেশীক্ষন বসার প্রতি প্রাধান্য দিচ্ছে, যেমন; তার বন্ধু বা কোন বুযুর্গ বা সে তাতে নিজের কল্যান মনে করছে, অনুরূপভাবে অন্য কোন উপকার হচ্ছে তবে তখন রোগীর পাশে বেশীক্ষণ বসাতে সমস্যা নেই।

(মিরাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল জানায়িয, ৪/৬০, ১৫৯১ নং হাদীসের পাদটিকা)

বর্ণনাকৃত ঘটনায় অপর মাদানী ফুল হলো যে, হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কারামত সম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন, তাঁর পবিত্র উপস্থিতির বরকতে শুকনো গাছও সতেজ হয়ে অকালে ফল প্রদানকারী হয়ে গেলো আর তাঁর **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে মহান ও উচ্চ মর্যাদা অর্জিত ছিলো, যে সৌভাগ্যবানদের জন্য তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বরকতের দোয়া করে দিতেন, তবে তার তো কাজ হয়ে যেতো, কেননা তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন অর্থাৎ তাঁর দোয়া অনেক বেশী কবুল হতো, যেমনটি বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত শায়খ ইসমাইল

www.dawateislami.net

বিন আলী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বাড়িকে শুধু নিজের পবিত্র উপস্থিতি দ্বারা ধন্য করেননি বরং তার জন্য বরকতের দোয়াও করেছেন, তাঁর পবিত্র ঠোঁঠ থেকে বের হওয়া দোয়া কবুলিয়্যতের মর্যাদায় পৌঁছে গেলো, সুতরাং অল্প সময়েই হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আলী বিন ইসমাইল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খাদ্যশষ্যের উৎপাদনে শুধু দ্বীগুণ থেকে চারগুণ হলো না বরং তাঁর পশুগুলোও এরূপ বৃদ্ধি পেলো যে, তা গণনার বাইরে চলে গেলো। জানা গেলো! **আল্লাহ** ওয়ালাদের দোয়ায় অনেক প্রভাব হয়ে থাকে, সুতরাং যখনই **আল্লাহ** ওয়ালাদের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হবে, তখন আমাদের উচিৎ যে, আমরা এই সুযোগকে গণিমত মনে করে আদব সহকারে তাঁদের ফয়য দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়ার পাশপাশি তাঁদের থেকে ধন সম্পদ এবং প্রসিদ্ধি ও পদমর্যাদা ইত্যাদি দুনিয়াবী উদ্দেশ্য অর্জনের দোয়া করানোর পরিবর্তে ঈমানের নিরাপত্তা, নেকীর উপর অটলত্ব, গুনাহ থেকে মুক্তি, বিনা হিসাবে ক্ষমা এবং পবিত্র মক্কা মদীনায় আদব সহকারে উপস্থিতির দোয়ার জন্য আরয করা।

আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দা দ্বারা দোয়া করানো আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام রীতি ছিলো, যেমনটি হুরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: **আল্লাহ তায়ালা** নেক লোকদের দ্বারা দোয়া করানো আমাদের উপর আবশ্যক বলেছেন, কেননা তাঁরা রাত ইবাদতে এবং দিন রোযাবস্থায় অতিবাহিত করেন আর গুনাহ থেকে দূরে থাকেন।

(জামেয়ে সগীর, হরফুজ জিম, হাদীস নং-৩৫৯০, ২১৯ পৃষ্ঠা)

তুমহারা ফযল হে জু মে গোলামে গউস ও খোয়াজা হোঁ
না হো কম আউলিয়া কি দিল স উলফত ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আসুন! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام দ্বারা নিজের জন্য দোয়া করানো সম্পর্কীত আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

www.dawateislami.net

দোয়ার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি প্রথমবার হজ্বের সফরে মীনা শরীফের মসজিদে মাগরীবের নামাযে উপিস্থিত ছিলাম, যখন সব লোক মসজিদ থেকে চলে গেলো, তখন মসজিদের ভিতরের অংশে এক ব্যক্তিকে দেখলাম কিবলার দিকে মুখ করে ওযীফা পাঠে ব্যস্ত। আমি মসজিদের বারান্দার দরজার পাশে ছিলাম এবং অন্য কোন ব্যক্তি মসজিদে ছিলো না। হঠাৎ একটি গুনগুন আওয়াজ মসজিদের ভেতরে শুনতে পেলাম, যেমনটি মৌমাছিরা গুনগুন করে। দ্রুত আমার এই হাদীস শরীফটি মনে পরে গেলো: **"আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তর থেকে এরূপ আওয়াজ বের হয় যেমন মৌমাছিরা গুনগুন করে।"** (মুস্তাদরিক, কিতাবুদ দোয়া..., বাবু আফযালুত তাসবীহ..., ২/১৮০, হাদীস নং-১৮৯৮) আমি ওযীফা পাঠ করা বন্ধ করে তাঁর দিকে যাচ্ছিলাম মাগফিরাতের দোয়া করাতে, কখনো আমি কোন বুযুর্গের নিকট بِحَمْدِاللهِ تَعَالٰى দুনিয়াবী প্রয়োজন নিয়ে যাইনি, যখন এই ধারনায় যাচ্ছিলাম যে, মাগফিরাতের দোয়া করাবো। এই উদ্দেশ্যে দুই কদম তাঁর দিকে অগ্রসর হয়েছিলাম, সেই বুযুর্গ আমার দিকে ফিরে আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে তিনবার বললেন: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَخِیْ هٰذَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَخِیْ هٰذَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَخِیْ هٰذَا (ইয়া **আল্লাহ**! আমার এই ভাইকে ক্ষমা করে দাও, ইয়া **আল্লাহ**! আমার এই ভাইকে মাগফিরাত করে দাও, ইয়া **আল্লাহ**! আমার এই ভাইকে ক্ষমা করে দাও।) আমি বুঝে গেলাম যে, তিনি বলছিলেন: আমি তোমার কাজ করে দিয়েছি এবার তুমি আমার কাজে প্রতিবন্ধক হয়ো না। আমি সেখান থেকেই ফিরে এলাম। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৪৮৯-৪৯০ পৃষ্ঠা)

করম হো ওয়াস্তা কুল আউলিয়া কা মেরা ঈমাঁ পে মওলা খাতিমা হো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যেমনিভাবে আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দোয়ায় বিপন্ন ভাগ্য শুধরে যায়, তেমনি যদি এই ব্যক্তিত্বরা অসন্তুষ্ট হয়ে কারো বিরুদ্ধে দোয়া করে, তবে তা লোকেদের জন্য শিক্ষনীয় নিদর্শন হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

বুযুর্গদের দোয়া এবং বদদোয়ার প্রভাব

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালার** প্রিয় বান্দাদের যেমন; ওলামা, আউলিয়া এবং সকল নেককারগণের (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن) কারো বিরুদ্ধে বদদোয়া খুবই বিপদজনক এবং ধ্বংসময় হয়ে থাকে। বুযুর্গদের বদদোয়া এবং অভিশাপ সেই তলোয়ার, যার কোন ঢাল নেই আর তা ধ্বংসযজ্ঞতার ঐ বিষাক্ত তীর যার নিশানা কখনো ভূল করে না, সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি আবশ্যক যে, জীবনভর প্রতিটি পদক্ষেপে এই মানসিকতা রাখা যে, কখনো **আল্লাহ তায়ালার** নেক বান্দার শানে কণা পরিমাণও বেআদবী যেনো না হয় এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মধ্য থেকে যেনো কারো বদদোয়া না নেয় বরং সর্বদা এই চেষ্টায় লিপ্ত থাকা যে, যেনো **আল্লাহ তায়ালার** নেক বান্দাদের দোয়া অর্জন হয়, কেননা নেকবান্দাদের ক্ষতির জন্য দোয়া ধ্বংসযজ্ঞতার বিপদজনক সিগনাল এবং তাঁদের দোয়া উন্নতির চাবিকাটি। (কারামতে সাহাবা, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

অপর এক জায়গায় বলেন: **আল্লাহ** ওয়ালাদের দোয়া ঐ তীরের ন্যায় হয়ে থাকে, যা ধনুক থেকে বের হওয়ার পর লক্ষ্য থেকে সামান্য পরিমাণ এদিক সেদিক হয় নয়। তাই সর্বদা এই বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিৎ যে, কখনো কারো বদদোয়ার স্বীকার যেনো না হয় আর বেদ্বীনদের মতো এমন যেনো না বলা যে, আরে ভাই! কারো দোয়া বা বদদোয়া দ্বারা কিছু হয়না, এরা অযথা মানুষদের বদদোয়ার ভয় দেখায় বরং এটা বিশ্বাস রাখুন যে, বুযুর্গদের দোয়া এবং বদদোয়ায় অনেক প্রভাব রয়েছে। (কারামতে সাহাবা, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কারামত সম্পর্কে শুনে আমাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা এবং শান ও মহত্ব আরো বৃদ্ধি করবো, আসুন! তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি।

গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নাম ও বংশ

হযরত সায়্যিদুনা গউসুল আযম, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সৌভাগ্যময় জন্ম জিলানে প্রথম রমযান ৪৭০ হিজরী জুমা মোবারকে হয়েছিলো।

www.dawateislami.net

গাউছে পাকের মোবারক নাম আব্দুল কাদের এবং উপনাম আবু মুহাম্মদ। মুহিউদ্দিন, মাহবুবে সোবহানী, গাউছে আযম এবং গাউছে সাকালাইন ইত্যাদি তাঁর মোবারক উপাধী। তাঁর সম্মানিত আব্বাজানের নাম হযরত সায়িদুনা আবু সালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং সম্মানীতা আম্মাজনের নাম উম্মুল খাইর ফাতেমা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا। গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পিতার দিক দিয়ে হাসানী এবং মায়ের দিক দিয়ে হুসাইনী সৈয়দ ছিলেন। (বাহজাতুল আসরার ও মা'দীনিল আনওয়ার, যিকরে নাসবুহু ও সিফতীহি, ১৭১-১৭২ পৃষ্ঠা)

তু হাসানি হুসাইনী কিউ না মুহিউদ্দিন হো
এ্যয় খিযার মাজমায়ে বাহরাইন হে চশমা তেরা (হাদায়িকে বখশীশ, ১৯ পৃষ্ঠা)

আশ্চার্যজনক ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের গাউছে পাক হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে আউলিয়ায়ে কিরামের ঐ উচ্চ মর্যদাবানদের মধ্যে গন্য করা হয়, যারা জন্ম থেকেই ওলী ছিলেন, কেননা তাঁর বরকতময় সত্বা থেকে কারামতের প্রকাশ এই দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে এবং জন্ম গ্রহনের পরে হতে থাকে, যেমনটি তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তখনো তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর পবিত্র গর্বেই ছিলেন যে, যখন তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর হাঁচি আসতো এবং তিনি اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলতেন তখন গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পেট থেকেই উত্তরে يَرْحَمُكَ اللهُ (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** আপনার প্রতি দয়া করুন) বলতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রথম রমযানুল মোবারক রোজ সোমবার সুবহে সাদিকের সময় দুনিয়ায় আগমন করেন, সেই সময় ঠোঁঠ ধীরে নাড়ছিলেন এবং اللهُ اللهُ আওয়াজ আসছিলো। (আল হাকায়িকু ফিল হাদায়িক, ১/১৩৯) যেদিন তাঁর জন্ম হলো, সেদিন তাঁর জন্মস্থান **"জিলান শরীফ"** এ এগারোশত (১১০০) সন্তান জন্ম গ্রহন করে, তারা সবাই পুত্র সন্তান ছিলো আর সবাই **আল্লাহ তায়ালার** ওলী হয়েছিলেন। (তাফরীহুল খাতির, ৫৮ পৃষ্ঠা) তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জন্ম হতেই রোযা রেখেছেন এবং যখন সূর্যাস্ত হলো, তখন মায়ের দুধ পান করেছেন, পুরো রমযান এমনি হতে থাকলো। (বাহজাতুল আসরার, ১৭২ পৃষ্ঠা)

পয়দা হোতে হি রাখে রমযাঁ মে রোযে, দিন মে দুধ
কা না ইক কতরা পিয়া ইয়া গাউছে আযম দস্তগীর
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৪৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সুলতানে বিলায়ত গাউছে পাক ওলীয়োঁ পে হুকুমত গাউছে পাক
শাহবাযে খিতাবত গাউছে পাক ফানুসে হিদায়ত গাউছে পাক
❁ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ❁ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ❁ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত শিশু যখন তার মায়ের পেটে থাকে তখন তার জন্য মায়ের পেটই সবকিছু হয়ে থাকে, সে বাইরের দুনিয়া এবং তাতে যা কিছুই রয়েছে তা সম্পর্কে অজানা থাকে, কিন্তু যাঁর প্রতি **রব তায়ালার** বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ করেন এবং বিলায়তের মুকুট মাথায় সাজানো থাকে তাঁরা মায়ের পেটে থেকেও বাইরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও **আল্লাহ তায়ালার** এমন মহান নৈকট্যশীল ওলী বরং ওলীদের সর্দার, যিনি নিজের সম্মানিতা আম্মাজানের পবিত্র গর্বে থেকেও কোরআন পাঠের আওয়াজ শুধু শুনতেন না বরং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই নশ্বর দুনিয়ায় আগমনের পূর্বেই পুরো ১৮ পারা হিফয করে নিয়েছিলেন।

আটারো (১৮) পারা হিফয ছিলো

পাঁচ বছর বয়সে যখন প্রথমবার بِسْمِ الله পাঠ করানোর রীতি অনুযায়ী কোন এক বুযুর্গের নিকট নিয়ে গেলেন, তখন اَعُوْذُ بِاللّٰه এবং بِسْمِ الله পাঠ করে সূরা ফাতিহা এবং الٓمّٓ থেকে শুরু করে ১৮ পারা পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। ঐ বুযুর্গ বললেন: বৎস আরো পড়ো। বললেন: ব্যস আমার এতটুকুই মুখস্ত আছে, কেননা আমার আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এরও এতটুকু মুখস্ত ছিলো, যখন আমি আমার আম্মাজানের পেটে ছিলাম, তখন তিনি তা পাঠ করতেন, আমি শুনে শুনে মুখস্ত করে নিয়েছি।

(হাকায়িকু ফিল হাদায়িক, ১/১৪০)

তু হে ওহ গউস কেহ হার গউস হে শেয়দা তেরা
তু হে ওহ গউস কেহ হার গউস হে পেয়াসা তেরা

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হে আমাদের গাউছে পাক! আপনি এরূপ ফরিয়াদ শ্রবনকারী যে, সকল গউস আপনার প্রতি উৎসর্গীত এবং আপনার আশিক, আপনি পিপাসার্তদের পিপাসা নিবারনকারী এমন কূপ যে, প্রতিটি কূপই এর প্রতি পিপাসার্ত।

www.dawateislami.net

“গাউছে পাক কে হা’লাত” কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর জীবনের আরো অবস্থাদি এবং তাঁর কারামত সম্পর্কে জানার জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার ১০৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত **“গাউছে পাক কে হা’লাত”** কিতাবটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী, এই কিতাবে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর অসংখ্য কারামত ছাড়াও তাঁর অবস্থাদি, বাল্যকালের ঘটনাবলী, ইলম ও তাকওয়া, বাণীসমূহ, তাঁর শানে লিখিত মানকাবাত এবং আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন সম্পর্কীত উক্তিসমূহ খুবই উত্তমভাবে ধারাবাহিতার সহিত বর্ণনা করা হয়েছে।

“আম্বিয়া ও আউলিয়া কো পুকারনা কেয়সা?” রিসালার পরিচিতি

মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারা সম্বলিত **“আম্বিয়া ও আউলিয়া কো পুকারনা কেয়সা?”** রিসালাটি অধ্যয়ন করুন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই রিসালায় আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام আহ্বান করার প্রমাণ, আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام কারামত, চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী, তাওবার অর্থ এবং এর বাস্তবতা, বিনয় ও নম্রতার অর্থ আর নামাযে এর গুরুত্ব, তাছাড়া আরো অনেক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এই দু’টি কিতাব ও রিসালা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করুন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

কারামতের সংজ্ঞা এবং এর বিধান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর আরো কারামত সম্পর্কে শুনবো কিন্তু এর পূর্বে এটা শুনে নিই যে, কারামত কাকে বলে? আসুন এর সংজ্ঞা শ্রবণ করি। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার

www.dawateislami.net

কিতাব **"কারামাতে সাহাবা"** এর ৩৬ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে, মুত্তাকী মুমিন থেকে যদি এমন কোন অসাধারণ এবং আশ্চার্যজনক কিছু প্রকাশ হয়ে যায়, যা সাধারণ ভাবে হয় না, তাকে কারামত বলে। এইরূপ জিনিস যদি আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে এমন বিষয় প্রকাশিত হলে এটাকে **"ইরহায"** বলে, নবুয়ত প্রকাশের পর সংগঠিত হলে সেটাকে **"মু'যিজা"** বলে, যদি সাধারণ মু'মিন থেকে এরূপ সংগঠিত হয় তবে সেটাকে **"মাউনাত"** বলে, আর কোন **আল্লাহ তায়ালার** ওলীর দ্বারা সংগঠিত হলে সেটাকে **"কারামত"** বলে। এছাড়া কোন কাফির বা ফাসিক থেকে এরূপ স্বভাববিরুদ্ধ কিছু সংগঠিত হলে সেটাকে **"ইসতিদরাজ"** বলে। (কারামাতে সাহাবা, ৩৬ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আউলিয়াদের কারামত সত্যি, তা অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট। (বাহারে শরীয়ত, প্রথম অংশ, ১/২৬৯) কারামতের অনেক প্রকার রয়েছে, যেমন; মৃতকে জীবিত করা, অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দেয়া, দীর্ঘ পথ মুহূর্তে অতিক্রম করে নেয়া, পানির উপর হাঁটা, বাতাসে উড়া, মনের কথা জেনে নেয়া এবং দূরের জিনিস দেখে নেয়া ইত্যাদি।

এই বিষয়টিও মনের মণিকোটায় গেঁথে নিন যে, আসল কারামত হলো শরীয়ত ও সুন্নাতের উপর অটল থেকে আমল করা, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল কাসেম গুরগানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: পানির উপর হাঁটা, বাতাসে উড়া এবং অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করা কারামত নয়, বরং কারামত হলো যে, সেই ব্যক্তি পুরোপুরি শরীয়তের অনুসারী হয়ে যাওয়া, এমনভাবে যে তার থেকে হারাম কাজ সম্পাদন না হওয়া। (কিমিয়ায়ে সাআদাত, রুকনে সোম মুহলিকাত, আসলে দোম, ২/৭৪৯)

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইয়াজিদ বোস্তামি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যদি তুমি দেখো যে, কোন ব্যক্তিকে এমনি কারামত দেয়া হয়েছে যে, সে বাতাসে উড়তে পারেন তবে তার ধোকায় পরোনা, দেখো যে, সে **আল্লাহ তায়ালার** আদেশ ও নিষেধে এবং শরীয়তের অনুসরনে কেমন (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** যে বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন তার উপর আমল করে কিনা এবং যে বিষয়ে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে কিনা, শরীয়তের সীমা এবং এর অনুসরনের প্রতি মনযোগী কিনা)।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি নশরুল ইলম, ২/৩০১, নম্বর-১৮৬০)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাহবুবে সুবহানি, গাউছে সমদানী, কিন্দিলে নূরানী, শাহবাজে লা-মকানি, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ **আল্লাহ তায়ালার** এমন নৈকট্যশীল ওলী ছিলেন, যিনি সকল আউলিয়াদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى সর্দার এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব সর্বসাধারণের জন্য ভক্তিপূর্ণ ও সম্মানিত, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ শুধু অসংখ্য কারামত সম্পন্ন বুযুর্গ নয় বরং **আল্লাহ তায়ালা** তাঁকে অন্যান্য আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام চেয়ে বেশী কারামত ও নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, এমনকি তাঁর কারামত তো গণনার বাইরে।

মুক্তার মালা

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দের মধ্যে কেউ কারামতের দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ নেই, এমনকি অনেক মাশায়িখ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেন যে, তাঁর কারামতের অবস্থা তো মুক্তার মালার ন্যায়, যখন ছিড়ে যায় তখন একটির পর একটি পরতেই থাকে এবং তাঁর কারামত গণনার অতীত।

(আশইয়াতুল লুমআত, কিতাবুল ফিতন, বাবুল কারামাত, ৪/৬১০)

আসুন! নিজেদের অন্তরে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর মহত্বকে আরো বৃদ্ধি করতে তাঁর দু'টি কারামত শ্রবণ করি।

(১) গমের মধ্যে বরকত হয়ে গেলো

শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ কারাশী বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: একবার বাগদাদে দূর্ভিক্ষ দেখা দিলো, আমি আমার অনাহার এবং বড় পরিবারের অভিযোগ গউসিয়্যতের দরবারে (অর্থাৎ গাউছে পাকের দরবারে) করলাম, তখন গাউছে সমদানী, কুতুবে রাব্বানী, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ আমার জন্য এক ওয়াইবা (এটি বিশেষ একটি পরিমাপ) গম বের করলেন এবং আমাকে বললেন: একে একটি বস্তায় ঢেলে এর মুখ বন্ধ করে দাও আর অপর দিকে খুলে বের করতে থাকবে এবং পিষে খেতে থাকবে। কিন্তু এর মুখ কখনো খুলবে না। শায়খ আবুল আব্বাস رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: আমি সেই বস্তা থেকে বের করে করে সেই গম পাঁচ বছর পর্যন্ত খেলাম। অতঃপর একদিন আমার স্ত্রী এর মুখ খুলে দিলে

www.dawateislami.net

তা সাত দিনেই শেষ হয়ে গেলো, অতঃপর আমি হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খেদমতে এই বিষয়টি আরয করলাম, তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: যদি তুমি তা সেভাবেই রাখতে এবং এর মুখ না খুলতে, তবে তোমার মৃত্যু পর্যন্ত তা থেকে খেতে থাকতে অর্থাৎ এই গম শেষ হতো না। (বাহজাতুল আসরার, ১৩০ পৃষ্ঠা)

ওহ অউর হে জিন কো কেহতে মুহতাজ হাম তো হে গাদায়ে গাউছে আযম
জু দম মে গণী করে গাদা কো ওহ কিয়া হে আতায়ে গাউছে আযম

(যওকে নাত, ১২৩ পৃষ্ঠা)

(২) লাঠি আলোকিত হয়ে গেলো!

হযরত আব্দুল মালিক যাইয়াল رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণণা করেন, "আমি এক রাতে হুযুর গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মাদরাসায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ভিতর থেকে একটি লাঠি হাত মোবারকে নিয়ে আগমন করলেন। আমার মনে হলো যে, "আহ! যদি হুযুর এই লাঠি দিয়ে কোন কারামত দেখাতো।" এদিকে আমার এরূপ মনে হলো এবং ওদিকে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ লাঠিটি মাটিতে গেঁথে দিলেন, তখন সেই লাঠি প্রদীপের ন্যায় আলোকিত হয়ে গেলো এবং অনেক্ষণ পর্যন্ত আলোকিত ছিলো, অতঃপর হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তা উপড়ে নিলে সেই লাঠি যেমন ছিলো তেমনি হয়ে গেলো, এরপর হুযুর গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: ব্যস, হে যাইয়াল! তুমি এটাই চেয়েছিলে।

(বাহজাতুল আসরার, যিকরে ফসুলে মিন কালামাতি..., ১৫০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, পীরানে পীর, পীর দস্তগীর, রওশন যমীর, কুতুবে রাব্বানী, মাহবুবে সুবহানী, পীরে লা-সানী হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কিরূপ কারামত সম্পন্ন ওলী ছিলেন, যাঁকে **রাব্বে কায়েনাত** عَزَّوَجَلَّ ঐ শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করেছেন যে, তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করে অন্তরে সৃষ্টি হওয়া মনোভাব সম্পর্কে অবগত হয়ে যেতেন, এমনকি তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁর যুগ প্রসিদ্ধ **"কসীদায়ে গউসিয়া"**য় তো এমনও বর্ণনা করেছেন যে,

نَظَرْتُ اِلٰی بِلَادِ اللهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلٰی حُكْمِ اتِّصَالِیْ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ আমি **আল্লাহ তায়ালার** সকল শহরকে এমনভাবে দেখে নিই, যেমন শষ্যের কয়েকটি দানা একত্রিত হয়ে আছে।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: হুযুর গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: যদি শরীয়ত আমার মুখে লাগাম না দিতো, তবে আমি তোমাদের বলে দিতাম যে, তোমরা ঘরে কি খেয়েছো আর কি রেখেছো, আমি তোমাদের প্রকাশ্য (যাহির) ও গোপন (বাতিন) সবকিছু জানি, কেননা তোমরা আমার দৃষ্টিতে এপাশ থেকে ওপাশ দেখা যাওয়া স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায়। (আখবারুল আখইয়ার, ১৫ পৃষ্ঠা)

মুঝে এ্যয়সা শেয়দা বানা গাউছে আযম কেহ হো জাঁও তুঝ পর ফিদা গাউছে আযম
মেরে পীর রওশন জমীর আ'প কো তো মেরে হাল কা হে পাতা গাউছে আযম
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫০ পৃষ্ঠা)

সুলতানে বিলায়ত গাউছে পাক ওলীয়োঁ পে হুকুমত গাউছে পাক
শাহবাযে খিতাবত গাউছে পাক ফানুসে হিদায়ত গাউছে পাক
❁ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ❁ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ❁ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "মাদানী ইনআমাত"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম যে, **আল্লাহ** ওয়ালাদের নিকট কিছুই লুকায়িত থাকে না এবং এটাও জানতে পারলাম যে, আমাদের গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ওলীদের সর্দার হওয়ার পরও কিরূপ সতর্ক ছিলেন যে, শরীয়তের বিধান অনুসরন থেকে এক কদমও নড়চড় করেননি, তাই আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও নিজের প্রতিটি আমল শরীয়ত সম্মতভাবে করা, শরীয়তের বিধান অনুসরনের প্রেরণা বৃদ্ধি করতে ১২টি মাদানী কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো **"মাদানী ইনআমাত"** অনুযায়ী প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে **মাদানী ইনআমাতের** রিসালা পূরণ করে প্রতিমাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট **মাদানী ইনআমাতের** রিসালা জমা করানো।

❁ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **মাদানী ইনআমাত** আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি করতে এবং গুনাহের পিছু ছাড়ার উত্তম উপায় ❁ **মাদানী ইনআমাতের** উপর আমলকারীর প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠাতা دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ খুবই খুশি হন এবং

www.dawateislami.net

তাকে দোয়া দ্বারা ধন্য করেন ❁ **মাদানী ইনআমাতে**র উপর আমলের বরকতে **খোদাভীতি** ও **ইশকে মুস্তফা**র অশেষ দৌলত নসীব হয় ❁ **মাদানী ইনআমাতে**র এই মহান উপহার পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی স্মরণ করিয়ে দেয় ❁ **মাদানী ইনআমাত** বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে ফিকরে মদীনা অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান করার উত্তম উপায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن নিজের আমলের পরিসংখ্যান করার পদ্ধতিও কতইনা সুন্দর। আসুন! এর একটি ঈমান সতেজকারী ঝলক প্রত্যক্ষ করি।

দিনভর ফিকরে মদীনা

বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ দিনভর ঘরের এক কোণে (আখিরাত সম্পর্কে) চিন্তা ভাবনা করতে থাকতেন। (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবুত তাফকির, ৫/৬২) আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে ফিকরে মদীনা করার একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি এবং আন্দোলিত হই।

মাদানী ইনআমাতের রিসালার বরকত

বাবুল মদীনা (করাচী) এর এলাকা নিউ করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ বর্ণনা: এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব যিনি কিনা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তিনি ইনফিরাদি কৌশিশ করে আমার বড় ভাইজানকে একটি **মাদানী ইনআমাতে**র রিসালা উপহার দিলেন, তিনি তা বাড়ি নিয়ে এলেন এবং পাঠ করে আশ্চার্য হয়ে গেলেন যে, এই সংক্ষিপ্ত একটি রিসালায় মুসলমানদেরকে জীবন অতিবাহিত করার এমন সুন্দর ফর্মূলা দেয়া হয়েছে। **মাদানী ইনআমাতে**র রিসালা পাওয়ার বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তিনি নামাযের প্রেরণা পেলেন এবং জামাআত সহকারে নামায আদায়ের জন্য মসজিদের উপস্থিত হয়ে যেতেন আর এখন একেবারে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হয়ে গেছেন, দাঁড়ি মুবারকও সাজিয়ে নিয়েছেন এবং **মাদানী ইনআমাতে**র রিসালাও পূরণ করেন।

মে বন জাওঁ সরা'পা "মাদানী ইনআমাত" কি তাছবির
বনোঙ্গা নেক ইয়া আল্লাহ আগর রহমত তেরী হোগী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরও **মাদানী ইনআমাতের** উপর আমল করার এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে **মাদানী ইনআমাতের** রিসালা পূরন করে নিজের এলাকার যিম্মাদরের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ার তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা খুবই দয়ালু, **তিনি** তাঁর মনোনিত বান্দাদেরকে অনেক বেশী ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন, আসমান ও জমিন, মাটি ও বাতাস, নদী ও সমুদ্র, জ্বিন ও মানুষ এবং পশু পাখির মাঝে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে বরং দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুকেই তাঁর অধীন করে দেয়া হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের গাউছে পাক رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এরও এই শান ও কারামত ছিলো যে, যেভাবে জ্বিন ও মানুষের মাঝে তাঁর শাসন চলতো তেমনিভাবে পাখিরাও তাঁর আদেশের সামনে অবনত মস্তক হয়ে যেতো।

আসুন! এপ্রসঙ্গে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর একটি কারামত সম্পর্কে শ্রবন করি এবং আন্দোলিত হই।

যখন হযরত আবুল হাসান আযজী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ অসুস্ত হলেন তখন হুযুর গাউছে আযম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ তাঁর শশ্রুষার জন্য তাশরীফ নিয়ে যান, তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ তাঁর ঘরে একটি কবুতর এবং একটি ঘুঘু বসা দেখলেন। হযরত আবুল হাসান আযজী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বললেন: এই কবুতর ছয়মাস ধরে ডিম দিচ্ছেনা এবং এই ঘুঘুটি নয়মাস ধরে ডাকছে না। তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কবুতরের নিকট দাঁড়িয়ে বললেন: নিজের মালিকের উপকার করো এবং ঘুঘুকে বললেন: নিজের **সৃষ্টিকর্তার** তাসবীহ পাঠ করো, ঘুঘুটি সেই দিন থেকে এমনভাবে বলতে লাগলো যে, বাগদাদবাসীরা তা শুনে আনন্দিত হয়ে যেতো এবং কবুতরটি জীবনভর ডিম দিতে থাকলো।

(নুযহাতুল খাতির, ৫৯ পৃষ্ঠা)

কিউঁ না জাওঁ মে গউস পর ওয়ারী, আ'ফতেঁ দূর হো গেয়ী সারী
জব তড়প কর ইনহে পুকারা হে, ওয়াহ কিয়া বা'ত গাউছে আযম কি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

অনুবাদ মজলিশের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেমনিভাবে মুসলমানদের সংশোধনের জন্য সচেষ্ট, তেমনিভাবে সারা দুনিয়ায় আশিকে রাসূলের প্রদীপ জ্বালাতে এবং নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করতে ১০৪টিরও বেশি বিভাগের মাধ্যমে দ্বীনে মতিনের খেদমতে সদা ব্যস্ত, এই বিভাগ গুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"অনুবাদ মজলিশ"**। যা খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালাকে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যেমন; ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, রাশিয়ান, বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, সিন্ধী ছাড়াও প্রায় ৩৬টি ভাষায় অনুবাদ করার খেদমত করে যাচ্ছে, যেন উর্দূ ভাষাভাষীদের পাশাপাশি দুনিয়ার অন্যান্য ভাষাভাষী কোটি কোটি মানুষও উপকৃত হতে পারে এবং তাদেরও এই মাদানী চিন্তাধারা হয়ে যায় যে, **আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অনুবাদ মজলিশের সকল কিতাব ও রিসালা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এ বিদ্যমান রয়েছে, এছাড়াও **"মাদানী বুকস লাইব্রেরী"** নামে মোবাইল এপ্লিকেশনও রয়েছে, যার সাহায্যে আপনি কিতাব ও রিসালাগুলো শুধু পড়তে পারবেন না বরং আপনার বন্ধু বান্ধবদেরও এপ্লিকেশনের লিঙ্ক (Link) শেয়ার করে সাওয়াবে জারিয়ার উপলক্ষ্যও করতে পারেন।

আল্লাহর দয়া এমন হয় যেনো এই ধরাতে
হে দাওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর প্রতি **রব তায়ালা**র বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ ছিলো যে, যেভাবে জীবদ্দশায় তাঁর কারামত, দয়া ও দাক্ষিণ্য, ফয়য ও বরকতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো, তেমনি ওফাতের পর নূরানী মাযারে যাওয়ার পরও তাঁর দয়া ও দাক্ষিণ্য এবং কারামতের

www.dawateislami.net

ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণভাবে অব্যাহত আছে, আর কেনইবা হবেনা, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তো **আল্লাহ তায়ালার** নৈকট্যশীল ওলী এবং আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সর্দার আর আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** দানক্রমে নিজেদের মাযারে শুধু জীবিত নন বরং যিয়ারতকারীদের দেখেন, চিনেন, তাদের পথপ্রদর্শন ও সাহায্য করেন এবং অনেক দয়া দাক্ষিণ্যও করেন।

হযরত সায়্যিদুনা **ইমাম ইসমাইল হক্কী** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, আউলিয়া এবং শহীদগণের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام শরীর কবরে পরিবর্তনও হয়না এবং পুরাতনও হয়না, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** তাঁদের শরীরকে এরূপ নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ রাখেন, যা মাংস পঁচে গলে যাওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়।

(রুহুল বয়ান, ১০ম পারা, আত তাওবা, ৪১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪৩৯)

মাশায়িকগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেন: চারজন বুযুর্গ হলেন তারা, যারা এরূপ দয়া ও দাক্ষিণ্য করে থাকেন, যেমন তাঁদের জীবদ্দশায় দয়া ও দাক্ষিণ্য করতেন, (তারা ওফাতের পর জীবদ্দশা থেকে) অনেক গুণ বেশী দয়া ও দাক্ষিণ্য করেন, তারা হলেন: হযরত সায়্যিদুনা মারূফ কারখী, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا এবং আর দু'জন অন্য কেউ।

(লুমআতুল তানকিহ, কিতাবুল জানায়িয, বাবু যিয়াদাতিল কুবুর, ৪/০১৫, ৮ম অধ্যায়)

হযরত আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "فَلَا فَرْقَ لَهُم فِي الْحَالَيْنِ وَلِذَا قِيْلَ اَوْلِيَاءُ اللهِ لَا يَمُوْتُوْنَ وَلٰكِنْ يَّنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام উভয় অবস্থায় (জীবন এবং মৃত্যু) কোন পার্থক্য নেই, তাই বলা হয় যে, তারা মৃত্যুবরণ করেননা বরং এক ঘর থেকে অপর ঘরে তাশরীফ নিয়ে যান।"

(মিরকাতু মাফাতিহ, কিতাবুস সালাত, বাবুল জুমা, ফসলুস সালেস, ৩/৪৫৯, ১৩৬৬ নং হাদীসের পাদটিকা)

আসুন! হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের পবিত্র মাযারে উপস্থিত হওয়া একজন ভালবাসা পোষণকারীর প্রতি দান দাক্ষিণ্য সম্বলিত একটি মনমুগ্ধকর ঘটনা শ্রবণ করি বেং নিজের ঈমানকে সতেজ করি।

www.dawateislami.net

পবিত্র মাযার থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসেন

মিসরের এক ব্যবসায়ী হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ায় মুরীদ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন কিন্তু দুনিয়াবী কাজকর্মের ব্যস্ততার কারণে চল্লিশ বছর তাঁর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অবশেষে ফয়য ও বরকত অর্জন এবং তাঁর যিয়ারতের জন্য বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, ব্যবসায়ীটি বাগদাদ পৌঁছে জানতে পারলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ওফাত গ্রহন করেছেন, তখন তিনি নিজের উদ্দেশ্য সফল না হওয়াতে হতাশ হলেন এবং নিজেকে ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছা করলেন কিন্তু পাশাপাশি মনে খেয়াল আসলো যে, প্রথমে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নূরানী রওযার যিয়ারত করে ফয়য অর্জন করে নিই, তাই নূরানী রওযার যিয়ারতের জন্য এলেন এবং যিয়ারতের আদব সহকারে যিয়ারত করলেন, হযরত সায়্যিদুনা গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজের নূরাণী কবর থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং তার হাত ধরে তার প্রতি মনোযোগি হলেন আর নিজের সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ায় মুরীদ করে নিলেন। **(তাফরীহুল খাতির, ৮২ পৃষ্ঠা)**

মিল গেয়া মুঝ কো গউস কা দা'মন, ফযলে রাব্বে করীম সে রওশন
মেরে তাকদীর কা সেতারা হে, ওয়াহ কিয়া বা'ত গাউছে আ'যম কি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৭ পৃষ্ঠা)

সুলতানে বিলায়ত গাউছে পাক ওলীয়োঁ পে হুকুমত গাউছে পাক
শাহবাযে খিতাবত গাউছে পাক ফানুসে হিদায়ত গাউছে পাক
❁ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ❁ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ❁ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আজ আমরা হুযুর সায়্যিদুনা গাউছে আ'যম দস্তগীর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কারামত সম্পর্কে বিভিন্ন চিত্তকর্ষক ঘটনাবলী শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

❖ আমাদের গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন।

www.dawateislami.net

❖ আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কারামত সম্পন্ন এবং জন্মগতভাবে ওলী ছিলেন।

❖ আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **হুযুর পূর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন।

❖ আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রোগীদের সেবা করতেন।

❖ আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের মরীদদের অভাব পূরণকারী ছিলেন।

❖ আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুরীদদের অভাব পূরণে এখনো অতুলনীয়।

❖ আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দোয়ার বরকতে মানুষের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পেতো।

❖ আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ গরীব, ফকীর, মিসকিন এবং অভাবীদের সাহায্যকারী ছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সত্যিকার গোলামী নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরা সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা
জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সালামের সুন্নাত ও আদব

❀ কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। ❀ দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ। ❀ আগে সালাম করা সুন্নাত। ❀ প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ তায়ালার** নিকটবর্তী ও প্রিয়। ❀ প্রথমে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সর্বপ্রথম সালামকারী অহংকারমুক্ত।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা) ❀ প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) ❀ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে وَرَحْمَةُ الله বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী অর্জন হয় এবং وَبَرَكَاتُهٗ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। ❀ অনুরূপভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهٗ বলে ৩০টি নেকী অর্জন করতে পারবেন। ❀ সালামের উত্তর সাথে সাথে এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজিব যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়। ❀ সালাম ও সালামের উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্থ করে নিন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবার উত্তর পুনরাবৃত্তি করুন وَعَلَيْكُمُ السَّلَام।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

মুঝকো জযবা দেয় সফর করতা রাহোঁ পরওয়ারদিগার
সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে কা'ফেলে মে বার বার

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net